JAN. [illegible] 2001

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি : প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও কার্যকর হয়নি

রফিকুল ইসলাম রতন

পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও সরবরাহে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ গত ১৮ দিনেও কার্যকর হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ ১২ দিন আটকে রেখে গত ১৪ জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে জানিয়েছে। চিঠি প্রাপ্তির ৪ দিন পরেও বোর্ড পাঠ্যপুস্তক ছাপান ও সরবরাহে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারার বিরুদ্ধে কোন ধরনের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় ৩ কোটি ছাত্রছাত্রীর হাতে সময়মতো পাঠ্য বই না পৌঁছার খবর দেখে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের আলোকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান গত ২ জানুয়ারি ৪২.৪৫.৩.০.০.১.৯৬-২০০১/-০৮ নম্বর স্মারকে শিক্ষা সচিবকে ২৪৭ নম্বর জরুরি এই পত্র দেন। পত্রে বলা হয়, 'ধার্য সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বই সরবরাহ সমাপ্ত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে অত্র কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। যথাসময়ে পুস্তক সরবরাহ না হয়ে থাকলে অবিলম্বে পুস্তক সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্র কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।' এই চিঠি প্রাপ্তির ১২ দিনেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং চিঠিটিই আটকে রাখে। প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা-১০ থেকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে গত ১৪ জানুয়ারি একটি সাদামাটা চিঠি দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব লিখিত শিম/শাঃ১০/১৫ পাঠ্যঃমুদ্রণ-১/৯৮/১৮ নম্বর স্মারকের এই চিঠিতে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্রের মর্মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত পাঠ্যপুস্তক : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৬

পাঠ্যপুস্তক : কেলেঙ্কারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।' বিশেষ বাহক দিয়ে পাঠান অতি জরুরি এই চিঠি পাওয়ার ৪ দিন পরেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা এবং বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। বরং ১৪ জানুয়ারি বোর্ডের কাছে দেয়া পুস্তকার চিঠি অনুযায়ী তিন কিস্তিতে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই সরবরাহের প্রস্তাব বোর্ড মেনে নিয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের এক মাস ২০ দিন চলে গেলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় ৩ কোটি ছাত্রছাত্রী পাঠ্য বই হাতে পায়নি। নতুন শতাব্দীর নতুন বছরের প্রথম মাস শেষ হতে চললেও ছাত্রছাত্রীরা হতাশ। এর পাশাপাশি দেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারই সরকারের উপর দারুণ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। সরকারের ২৫ কোটি টাকা সাশ্রয়ের কথা বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবার একতরফাভাবে অনভিজ্ঞ প্রেস বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারাকে দেয়া হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ কোটি বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহের কাজ। এর মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৭৮ কোটি টাকার ২ কোটি ৫১ লাখ বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহের একক দায়িত্ব পায় পুস্তকা। প্রাথমিক স্কুলের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীরও প্রায় ১৪ কোটি টাকার সব বই ছাপার দায়িত্ব দেয়া হয় ফ্রি প্রেস ও শুকতারাকে। সময় না বাড়ানর শর্তে আরও ১০৫টি প্রেসকে দেয়া হয় ১ কোটি ৫১ লাখ বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহের কাজ। গত ৩০ নভেম্বর ছিল কাজ শেষ করার তারিখ। সময় বাড়িয়ে করা হয় ১৫ ডিসেম্বর। বোর্ড একতরফাভাবে নিজেদের আহ্বান করা দরপত্রের সব শর্ত ভেঙে সময় আরও বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করে। জানা গেছে, বোর্ডের বই যে কাগজে ছাপার কথা তার চেয়ে নিম্নমানের কাগজে বেশির ভাগ বই ছাপা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীও জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেন, দেশে বইয়ের কোন সংকট নেই। সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৭২ ভাগ বইয়ের ছাপার কাজ শেষ হয়েছে। ১৫ থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে বই বাজারে ছাড়ার জন্য তিনি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এসবই কাল্পনিক ভাষ্য। বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পুস্তকার ম্যানেজার গত ১৪ জানুয়ারি বোর্ডকে অবহিত করে তার সরবরাহকারীদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, '২০০১ সালের নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের বিতরণ কাজ ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু করতে চাই। তিন পর্বে বিভক্ত বই বিতরণ কাজের প্রথম পর্যায়ে ১৪টি বই ২১ থেকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বইগুলো হচ্ছে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত এবং ৯ম শ্রেণীর গদ্য সংকলন, পদ্য সংকলন, ইংরেজি, মাধ্যমিক বীজগণিত ও মাধ্যমিক জ্যামিতি।' তাদের এই চিঠি অনুযায়ী ১৪টি আবশ্যিক বিষয়ে ১ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার বই সরবরাহ করার কথা। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত বাঁধাই হয়েছে মাত্র ৭ লাখ। বাকি ৯৮ লাখ বই কীভাবে মাত্র ১ দিনে বাঁধাই শেষ করবে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে উল্লিখিত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বই কবে কখন কীভাবে পাবে? আর প্রাথমিক স্তরে এ পর্যন্ত মাত্র ১৫ শতাংশ বই সরবরাহ হয়েছে। দুর্নীতিবাজ বোর্ড কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ইতিমধ্যে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নিষিদ্ধ নোট বই বাজারে সয়লাব হয়ে গেছে। মার্চ মাসে দেশজুড়ে শুরু হবে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা।